ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

'মাকাসিদুশ শরী'আহ'-এর আলোকে ব্যাংকিং : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান*

[**সার-সংক্ষেপ:** *ইসলামী আইন সংকলনের বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামে মাকাসিদুশ শরী'আহকে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন হিকমাহ, সবাব, ইল্লাহ ইত্যাদি। বর্তমানে পরিভাষাটি স্বনামেই প্রসিদ্ধ। শরী'আত প্রণেতা মানবতার সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি বিধানের পিছনে নানামুখি উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন। শরী'আহ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা যে নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত তার পিছনেও শরী'আতের উদ্দেশ্য বিদ্যমান। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম মূল্যায়নের প্রয়াস। প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও প্রায়োগিক পদ্ধতিতে রচিত। এতে প্রায়োগিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এবং বিশেষভাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে বর্তমান ব্যাংকিং কার্যক্রমের অবস্থা, ঘাটতি, করণীয় ও আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।]*

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হলো আর্থিক ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ বাস্তবায়ন। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির একটি প্রায়োগিক ক্ষেত্র। ব্যাংকিং-এ শরী'আহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য। গত তিন দশকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং 'পদ্ধতিগত' সফলতা প্রমাণ করেছে। এই সাফল্যের পথ ধরে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং কারবারের এক চতুর্থাংশ এবং বেসরকারি ব্যাংকিং-এর এক তৃতীয়াংশ ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রবৃদ্ধি সাবেকি ধারার ব্যাংকিং-এর চেয়ে বেশি।

এই পটভূমিতে মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে 'উদ্দেশ্যগত সাফল্য' অর্জনে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কতটা সফল হয়েছে তার মূল্যায়ন করা সময়ের দাবি। প্রবন্ধটি মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম মূল্যায়নের একটি প্রাথমিক ও সীমিত উদ্যোগ। এই মূল্যায়নের শুরুতে মাকাসিদুশ শরী'আহ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

* ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

মাকাসিদুশ শরী'আহ (مقاصد الشريعة**)**

'মাকসাদ' শব্দটি বাংলাভাষায় সুপরিচিত। এটি মূলত আরবী শব্দ। এর বহুবচন 'মাকাসিদ'। শাব্দিকভাবে 'মাকসাদ' বা 'মাকসিদ' মানে কোনো কিছুর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইচ্ছা, হেতু বা তাৎপর্য এবং শরী'আহ অর্থ পথ, নিয়মনীতি। পরিভাষায় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে বিধি-বিধান জারী করেছেন তাকে শরী'আহ বলা হয়। অতএব শরী'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই মাকাসিদুশ শরী'আহ।

ইমাম গাযালী [১০৫৮-১১১১খ্রি.] বলেন, মূলগতভাবে মাকাসিদুশ শরী'আহর সম্পর্ক কল্যাণের সাথে। যা কিছুর দ্বারা মানুষের বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের সুরক্ষা হয় তা-ই মাসলাহা বা কল্যাণ। এ নিরিখে কল্যাণকর সবকিছুর সহায়তা করা এবং যাবতীয় অকল্যাণ দূর করাই মাকাসিদুশ শরী'আহ।[১]

ইমাম শাতিবী [মৃ. ১৩৮৮খ্রি.] বলেন, বহু ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধানের অনুসরণ ও আনুগত্য করে থাকে। জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রেও তাকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুগামী করা শরী'আহর উদ্দেশ্য।[২]

ইবনে আশূর [১৮৭৯-১৯৭৩খ্রি.]-এর মতে, ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য হলো মানব জাতির কল্যাণ। আর কল্যাণ সাধিত হয় মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা, কর্মের যথার্থতা ও জীবনোপকরণের উৎকর্ষের দ্বারা।[৩]

বর্তমান শতকের চিন্তানায়ক ড. ইউসুফ আল-কারযাভী [জ. ১৯২৬খ্রি.] মাকাসিদুশ শরী'আহকে আরো সরলভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন: শরী'আহর লক্ষ্য হলো কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ দূর করা।[৪]

এই মতের সমর্থনে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সাদ আল ইউবী[৫] বলেন : মানুষের কল্যাণের জন্য যে সব উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, তাৎপর্য ও কৌশলের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা-ই মাকাসিদুশ শরী'আহ।[৬]

---

১. আবু হামিদ আল-গাযালী, *আল-মুস্তাসফা মিন ইলম আল-উসূল*, কায়রো : আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, ১৯৭৩, খ. ১, পৃ. ১৩৯-১৪০

২. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬, পৃ. ৩৭৯

৩. মুহাম্মদ আত-তাহির ইবনে আশূর, *ট্রিটিজ অন মাকাসিদ আল-শরী'আহ*, ওয়াশিংটন : দি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৬, পৃ. ৯১

৪. ইউসুফ আল কারাযাভী, *ফিকহুয-যাকাত*, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩১

৫. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সা'দ বিন আহমদ বিন মাস'উদ আল-ইউবী একজন সমসাময়িক মাকাসিদ গবেষক। বর্তমানে তিনি মদীনা মুনাওয়ারাস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদের একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

৬. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইউবী, *মাকাদিসুশ শরী'আহ আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়া 'আলাকাতুহা বিল আদিল্লাতিশ শার'ঈয়্যাহ*, রিয়াদ : দারুল হিজরাত, ১৯৯৮খ্রি., পৃ. ৩৭

মাকাসিদ (مقاصد) ও মাসলাহা (مصلحة)

মাকাসিদ আলোচনায় 'মাসলাহা' পরিভাষাটিও গুরুত্ব পেয়েছে। আরবী 'মাসলাহা' শব্দের অর্থ জনকল্যাণ। এর বহুবচন 'মাসালিহ'। 'মাসলাহা' বা জনকল্যাণের পরিপন্থী সকল ক্ষতিকর উপাদান এক কথায় 'মাফসাদা' (مفسدة)। সকল কাজে 'মাসলাহা' বা জনকল্যাণ অন্বেষণ করা এবং 'মাফসাদা' বা অকল্যাণ দূর করা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইমাম গাযালীর শিক্ষক ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনীর [১০২৮-১০৮৫খ্রি.] মতে, মাকাসিদুশ শরী'আহ ও মাসালিহ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও পরিপূরক।[৭] ইমাম গাযালী মনে করেন, বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদ সুরক্ষার সব কাজই মাসালিহ বা জনকল্যাণ।[৮]

তেরো শতকের ইমাম আল-কারাফী [১২২৮-১২৮৫খ্রি.] মাকাসিদুশ শরী'আহ ও মাসালিহকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। তাঁর মতে, এই দুটি বিষয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিন্ন বা সমার্থক। মানুষের সকল উদ্দেশ্য হতে হবে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণ দূর করার জন্য। এ দু'য়ের কোনো একটিও পূরণ না হলে উদ্দেশ্যটি শরী'আহ সম্মত হবে না। কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ নিরসনের দুই উদ্দেশ্য এক সাথে সম্পন্ন করা অতি উত্তম। একই সাথে দু'টি কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব না হলে অন্তত যে কোনো একটি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্য অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় সে উদ্দেশ্য শরী'আহ সম্মত হবে না।[৯]

মাকাসিদ তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

আল-কুরআনের নানা স্থানে নানাভাবে মাকাসিদুশ শরী'আহ উল্লেখ রয়েছে। ইমাম শাতিবী তার 'আল-মুওয়াফাকাত ফি উসূলিশ শরী'আহ' নামক গ্রন্থের সূচনাতে মাকাসিদ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় রাসূল পাঠিয়েছেন। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

আমি কল্যাণের সুসংবাদ ঘোষণাকারী এবং সতর্ককারীরূপে রাসূল পাঠিয়েছি, যেনো তাদের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোনো অজুহাত তোলার সুযোগ না থাকে।[১০]

৭. আবুল মা'আলী আব্দুল মালিক আল-জুয়াইনী, *আল-বুরহান ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, খ. ২, পৃ. ৯১৫
৮. আবু হামিদ আল-গাযালী, *আল-মুস্তাসফা*, পৃ. ২৫১
৯. আবুল 'আব্বাস আহমাদ আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ১, পৃ. ১১৮ ও খ. ২, পৃ. ৩২
১০. আল-কুরআন, ৪ : ১৬৫

একইভাবে শেষ নবী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

আমি আপনাকে পাঠিয়েছি বিশ্ববাসীর জন্য করুণার আধাররূপে।[১১]

মানুষ ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।[১২]

জীবন ও মৃত্যুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾

তিনি (আল্লাহ) মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব পালনে কে উত্তম তা পরীক্ষা করার জন্য।[১৩]

শরী'আহর বিধানসমূহের উদ্দেশ্য কী? এ সম্পর্কে কুরআন বলছে,

﴿مايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান না। তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান আর তোমাদের ওপর তার নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।[১৪]

সলাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

নিশ্চয় সলাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[১৫]

সিয়ামের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারো।[১৬]

তেমনি কিসাসের শাস্তি বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾

তোমাদের জন্য কিসাসে রয়েছে জীবন।[১৭]

১১. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭
১২. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬
১৩. আল-কুরআন, ৬৭ : ২
১৪. আল-কুরআন, ০৫ : ০৬
১৫. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫
১৬. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩
১৭. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯

রাসূলুল্লাহ স. এবং তার সাহাবী ও তাবিয়ীগণের কার্যক্রমে মাকাসিদুশ শরী'আহর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাথমিক যুগের আলিমগণ মাকাসিদুশ শরী'আহর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিকমত বা প্রজ্ঞা, ইল্লত বা কার্যকারণ, মাসালিহ বা কল্যাণ, মাফাসিদ বা অকল্যাণ বিষয়ে তখনকার বিভিন্ন গ্রন্থে কিয়াস, ইসতিহসান, মাসলাহা ইত্যাদি পরিভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্র বিধিবিধানের উদ্দেশ্য বুঝাতে 'মাকাসিদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন তাবিয়ী যুগের চিন্তাবিদ আল-হাকিম আত-তিরমিযী (মৃ. ২৯৬ হি./৯০৮খ্রি.)। দশম শতকের আবু যায়েদ আল-বালখী (মৃ. ৯৩৩ খ্রি.) মুয়ামালাহ্ বা আচরণ বিষয়ে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য (Maqasid of Dealings) আলোচনা করেন। তার সমসাময়িক ইবনে বাবাউয়্যাহ্ আল-কুম্মী (মৃ. ৯৯১ খ্রি.) শর'য়ী বিধানের হেতুবাদ বা মাকাসিদ নিয়ে আলোচনা করেন। একই সময়ে মুহাম্মদ ইবনু ইউসূফ আল-আমিরী আল-ফাইলাছুফ (মৃ. ৯৯১ খ্রি.) শর'য়ী বিধানের উদ্দেশ্যের স্তরবিন্যাসের উদ্যোগ নেন।[১৮]

মাকাসিদ বিষয়ক আলোচনা কাঠামোগতভাবে দশম শতক পর্যন্ত ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ে। পরবর্তী তিনশো বছরে বিষয়টি কাঠামোগত রূপ পায়। চৌদ্দ শতক নাগাদ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ উসূল বা নীতিশাস্ত্র তৈরি হয়। এই সময়ে বেশ ক-জন মনীষী মাকাসিদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণে অবদান রাখেন :

একাদশ শতকের মনীষী আল-জুয়াইনী মাকাসিদের আলোকে মানুষের চাহিদাকে পাঁচ স্তরে বিন্যাস করেন। সেগুলি হলো : ১. অপরিহার্য প্রয়োজন, ২. সাধারণ প্রয়োজন, ৩. নৈতিক আচরণ, ৪. সাধারণ অনুমোদন এবং ৫. এমন প্রয়োজন যা নির্দিষ্টভাবে বিন্যাস করা যায় না। জুয়াইনীর মতে, ঈমান, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ। তাঁর স্তর বিন্যাস 'প্রয়োজনীয়তা স্তর তত্ত্ব' (Theory of levels of necessities) নামে পরিচিত। এই বিন্যাসের আলোকে তার ছাত্র ইমাম গাযালী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যকে পাঁচ স্তরে বিন্যস্ত করেন। গাযালী তার স্তর বিন্যাসে বিশ্বাস, জীবন, বিবেক, বংশধারা ও সম্পদ সুরক্ষার কথা বলেন।[১৯]

তেরো শতকের চিন্তাবিদ আল-ইয্য বিন আবদুস সালাম (১১৮১-১২৬২ খ্রি.) মাকাসিদুশ শরী'আহর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর ছাত্র শিহাব

১৮. আহমদ আর-রায়সূনী, *নাজরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ-শাতিবী*, ওয়াশিংটন : আইআইআইটি, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৫খ্রি., পৃ. ৪০-৪৭

১৯. আল-জুয়াইনী, *আল-বুরহান*, খ. ২, পৃ. ৯২৩; গাযালী, *আল-মুস্তাসফা*, পৃ. ২৫১

উদ্দীন আল-কারাফী রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে শ্রেণিবদ্ধ করার কথা বলেন।[২০]

চৌদ্দ শতকে শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম (১২৯২-১৩৫০ খ্রি.) আর্থিক কারবারে ন্যায়সঙ্গত মূল্য, যুক্তিসম্মত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত মজুরি ও সঙ্গত মুনাফা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি একচেটিয়া কারবার বা দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম-কৌশল নিয়ে কাজ করেন। এই লক্ষ্যে এবং বাজার দর নিয়ন্ত্রণে তিনি তদারককারী প্রতিষ্ঠান 'হিসবাহ' প্রচলনের প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে, শরী'আহ্র উদ্দেশ্য হলো মানুষের জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধন। সার্বিক ন্যায়বিচার, দয়া, সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। কোনো সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে যুলুম, দয়ার পরিবর্তে কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে কার্পণ্য আর জ্ঞানের স্থলে মূর্খতা প্রবল হলে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তিনি শরী'আহ্র উদ্দেশ্যের আলোকে আর্থিকক্ষেত্রে সুবিচার (আদল) এবং জনস্বার্থ (মাসলাহা আল আম্মাহ) সুরক্ষা করার কথা বলেন। তিনি বলেন, সুবিচার ও জনস্বার্থ বিরোধী সব কিছু থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে।[২১]

চৌদ্দ শতকের অপর চিন্তানায়ক আবু ইসহাক আশ-শাতিবী মাকাসিদুশ শরী'আহর ব্যাখ্যায় জুয়াইনী ও গাযালীর স্তর বিন্যাস সমর্থন করেন। তবে তিনি মাকাসিদ হাসিলের পদ্ধতি ও কর্ম-কৌশল নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইমাম শাতিবী পূর্বোক্ত পাঁচটি প্রয়োজনকে তিন স্তরে পুনর্বিন্যাস করেন। সেগুলি হলো ১. জরুরিয়াত, ২. হাজিয়াত ও ৩. তাহসিনিয়াত।[২২]

পরবর্তী যুগে ইজতেহাদের ধারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আঠারো শতকের শেষ নাগাদ এক্ষেত্রে কার্যত বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। এরপর বিশ শতকে এসে এক্ষেত্রে নব জাগরণের সূচনা হয়। এ শতকের শুরু থেকেই ক-জন মনীষী এ বিষয়ে কাজ করেন। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ আল তাহির ইবনে আশূর, রশিদ রিদা (১৮৬৫-১৯৩৫ খ্রি.), মুহাম্মদ আল-গাযালী (১৯১৭-১৯৯৬ খ্রি.), ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (জ. ১৯২৬ খ্রি.) ত্বাহা আল-'আওয়ানী (জ. ১৯২৬ খ্রি.) ও ত্বাহা জাবির আল-'আলওয়ানী (জ. ১৯৩৫ খ্রি.) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শাতিবীর মাসলাহা পিরামিড

মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নে শাতিবীর স্তর বিন্যাস 'মাসলাহা পিরামিড' নামে অধিক পরিচিত হয়েছে। আধুনিক

২০. আল-ইয্য বিন আব্দুস সালাম, *কাওয়াঈদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম*, খ. ১, পৃ. ৭, ৯, ১৬৭, ১৭৫ ও খ. ২, পৃ. ৬৬, ১২২, ১২৯, ১৬০; কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ১, পৃ. ১১৮

২১. তাঁর প্রণীত *শিফাউল 'আলীল, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, ইগাছাতুল লাহফান, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন* গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তিনি এ ধারণার উল্লেখ করেছেন।

২২. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত ফী উসুলিশ শরী'আহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮

চিন্তাবিদগণ এই কাঠামোটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাহিদার এই অগ্রাধিকার স্তর বিন্যাসের বিবেচনাটি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে।

ক) জরুরিয়াত :

ইমাম শাতিবীর মতে জরুরিয়াত হলো সেসব অতি আবশ্যকীয় বিষয়, যা ছাড়া মানব কল্যাণের গতিধারা ব্যাহত হয়। জরুরিয়াত পূরণ না হলে জন-জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। জরুরিয়াত এমন বিষয় যা মানুষের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।[২৩]

জরুরিয়াতের পাঁচ শাখা

ইমাম শাতিবী জরুরিয়াত বা অপরিহার্য চাহিদাকে পাঁচ ভাগ করে তার প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ অত্যাবশ্যক কর্তব্য বিবেচনা করেন। সেগুলি হলো : ১. হিফযুদ দ্বীন বা বিশ্বাসের সংরক্ষণ, ২. হিফযুন নাফ্স বা জীবনের সংরক্ষণ, ৩. হিফযুন নাসল বা বংশধারার সংরক্ষণ, ৪. হিফযুল মাল বা সম্পদের সংরক্ষণ এবং ৫. হিফযুল 'আকল বা বুদ্ধিবৃত্তির সংরক্ষণ। তিনি মনে করেন, সকল নাগরিকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই পাঁচটি চাহিদা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক দায়িত্ব। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করবে। এতেই শান্তি, সফলতা ও কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তি নিহিত।

১. হিফযুন নাফ্স বা জীবন সংরক্ষণ

ইসলামের দৃষ্টিতে নাফ্স বা জীবন আল্লাহর দেয়া মূল্যবান আমানত। এর সংরক্ষণ, সুস্থতা বিধান এবং জীবনের অধিকার যথাযথভাবে পূরণ করা সকল মানুষের কর্তব্য। জীবনের সুরক্ষা ও বিকাশ সাধন করতে হবে এবং সকল প্রকার ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য অন্যায় হস্তক্ষেপ, অবৈধ হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যা, গর্ভপাত ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২. হিফযুদ দ্বীন বা দ্বীন সংরক্ষণ

দ্বীনের অনুসরণ ছাড়া মানবিক প্রশান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। দ্বীন বিবর্জিত সমাজ মানবিকতা ও নৈতিকতা হারিয়ে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। দ্বীন সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সহজ করা এবং সরল পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ। দ্বীন পরিপালন এবং এক্ষেত্রে যাবতীয় সীমালঙ্ঘন, অন্যায় ও যুলুম থেকে দ্বীনি জীবনের সুরক্ষা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য।

[২৩] আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১

৩. হিফযুল আকল বা বুদ্ধি-বিবেক সংরক্ষণ

আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অন্য সব প্রাণীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ফয়সালা করার সামর্থ্য দেয়া হয়েছে। সেই সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে তাকে কল্যাণ বৃদ্ধি ও অকল্যাণ দূর করে মাকাসিদুশ শরী'আহ অর্জন করতে হবে। আকল বা বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে মানুষ কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ দূর করার জন্য কাজ করবে। যুক্তিপূর্ণ চিন্তা এবং সত্য উপলব্ধি ছাড়া সাফল্য লাভ সম্ভব নয়।

৪. হিফযুন নাসল বা বংশধারা সংরক্ষণ

মানুষ আল্লাহর খলীফা হিসাবে এ দুনিয়া আবাদ করবে। মানুষের বংশধারা রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সুস্থ ও পবিত্র জীবনযাপনের জন্য বৈবাহিক সম্পর্কভিত্তিক পারিবারিক ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সামাজিক শৃঙ্খলাভিত্তিক সুসভ্য উম্মাহ গঠনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। মানুষকে বংশধারা সংরক্ষণে সব অনুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

৫. হিফযুল মাল বা সম্পদের সংরক্ষণ

হিফযুল মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ মানুষের একটি অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা। এ জন্য ন্যায়-নীতি, নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেনের নিরাপদ উপায় ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ও রাহাজানিসহ অধিকার হরণকারী সকল সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ইমাম শাতিবী সম্পদ সংরক্ষণকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলেছেন। দারিদ্র্য দূর করা এবং ধনীর সম্পদে বঞ্চিত ও অভাবীর অধিকার নিশ্চিত করাও সম্পদ সংরক্ষণের পর্যায়ভুক্ত।

খ) হাজিয়াত :

হাজিয়াত হলো পরিপূরক কল্যাণ। মানব জীবনে কঠোরতা বা সমস্যা ও অসুবিধা দূর করে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে যেসব উপকরণ প্রয়োজন সেগুলি হাজিয়াতের পর্যায়ভুক্ত। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনগুলির বড় অংশই হাজিয়াতমূলক। রাস্তাঘাট, যানবাহন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করে। এগুলি মানুষকে কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। হাজিয়াতমূলক চাহিদা পূরণ না হলে জন-জীবন অচল হয় না। তবে এর অভাবে জীবনধারার গতিময়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়। জীবনকে সহজ সুন্দর আরামদায়ক করতে হাজিয়াতের যোগান ও সংরক্ষণ মাকাসিদ শরী'আহ্র দ্বিতীয় অগ্রাধিকার।

গ) তাহসিনিয়াত :

তাহসিনিয়াত মানে সুন্দর ও উত্তম। অপরিহার্য ও পরিপূরক কল্যাণ বা হাজিয়াত অর্জনের পর জীবনকে আরো সুন্দর, পরিপাটি ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত ও উৎকর্ষমণ্ডিত

করতে যা কিছু দরকার, সেগুলি তাহসিনিয়াতের পর্যায়ভুক্ত। তাহসিনিয়াত মানুষের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে পরিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা আনার সহায়ক। মানুষের জীবনে তাহসিনিয়াত সসীম নয়, বরং ব্যাপ্তিশীল। সমাজের মানুষের জরুরী চাহিদা পূরণের পর হাজিয়াতমূলক চাহিদাপূরণ এবং এরপর তাহসিনিয়াত পর্যায়ের চাহিদাসমূহ পূরণের দ্বারা সমাজে ক্রমশ কল্যাণ বাড়তে থাকবে।

শাতিবী ও মাসলোর চাহিদা সোপানের তুলনা

শাতিবীর চাহিদা তত্ত্ব আলোচনায় মাসলোর বিবেচনাটি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিশ শতকের বিখ্যাত মানবতাবাদী মনস্তত্ত্ববিদ আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলোর (১৯০৮-১৯৭০ খ্রি.) 'চাহিদা সোপান তত্ত্ব' (Need Hierarchy) আধুনিক ব্যবস্থাপনায় খ্যাতি পেয়েছে।

মাসলোর মতে, মানুষের পাঁচটি চাহিদা সুনির্দিষ্ট এবং এ ক্ষেত্রে একটি চাহিদা পূরণ হওয়ার পর পরবর্তী ধাপের চাহিদা সৃষ্টি ও তা পূরণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। সেগুলি হলো : ১. জৈবিক চাহিদা (Physiological Needs), ২. নিরাপত্তামূলক চাহিদা (Safety & Security Needs), ৩. সামাজিক চাহিদা (Social Needs), ৪. মর্যাদাগত চাহিদা (Self esteem needs) এবং ব্যক্তি পরিপূর্ণতা চাহিদা (Self Actualization Needs)।[২৪]

এসব চাহিদা নিচ থেকে ক্রমশ পিরামিডের মতো পরবর্তী ধাপে ওপরের দিকে যায়। মাসলোর এই চাহিদাতত্ত্ব বিষয়ভিত্তিক (Subjective)। তার এই মডেলে দেখানো চাহিদা পূরণ একান্তভাবে ব্যক্তির স্ব অর্জিত সুযোগ ও সামর্থ্যের ওপর ভিত্তিশীল।

[২৪]. A.H. Maslow, "A theory of human motivation", *Pyschological Review,* 50 (4) 370–396

মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বের বিপরীতে ইমাম শাতিবীর চাহিদা স্তর বিন্যাস বা 'মাসলাহা পিরামিড' সার্বজনীন কল্যাণকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তির অভাব বা চাহিদাসমূহ অগ্রাধিকার অনুসারে পূরণের উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective Oriented)। শাতিবীর চাহিদা সোপান অনুযায়ী এসব প্রয়োজন পূরণ ব্যক্তির 'সামর্থ্য'-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা সর্বজনীন 'প্রয়োজন'-এর ক্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিন্যস্ত। এসব চাহিদা পূরণে সমাজ ও রাষ্ট্রের অনস্বীকার্য দায়িত্ব রয়েছে। শাতিবীর মতে, মানুষের সকল জরুরী প্রয়োজন বা চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সামর্থ্য যার যতো কম, তার প্রতি রাষ্ট্র, সমাজ ও কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান ততো বেশি দরদি হয়ে দায়িত্ব পালন করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী 'মাসলো মডেলে' অনুপস্থিত।

মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বে দেখানো হয়েছে, মানুষ তার চাহিদার এক স্তর পূরণ হওয়া মাত্রই অন্য স্তরের চাহিদা পূরণের তাগিদ অনুভব করে। এই মনস্তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে সেই চাহিদা পূরণের প্রেরণা দিয়ে ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন, যা ব্যবস্থাপনার একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল। মাসলো ব্যক্তির সার্বজনীন মৌলিক অপরিহার্য চাহিদা বা তার কল্যাণ নিয়ে কথা বলেন নি। তার মনস্তত্ত্ব কাজে লাগানোর দিকে নযর দিয়ে তার চাহিদার সোপান আলোচনা করেছেন। কিভাবে এই চাহিদা পূরণ হবে তা এখানে গুরুত্ব পায়নি। অন্য দিকে, শাতিবীর মাসলাহা পিরামিড মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের বিস্তৃত ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। এটি প্রায়োগিক ও মানবিক।

মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিং একটি আধুনিক কার্যক্রম। প্রাথমিক যুগে এ ধরনের ব্যাংকিং-এর প্রচলন ছিল না। তবে তখনকার যুগের উপযোগী লেনদেন ও অর্থায়ন ছিলো। ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ মূলত হিফয আল-মাল-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। পারিভাষিক অর্থে হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ বলতে বুঝায় চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদের সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা এবং ন্যায়নীতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেন পরিচালনা নিশ্চিত করা। সম্পদ অর্জনের হালাল পথ ও পদ্ধতিগত সীমানার সুরক্ষাও শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য।

ইসলামী আইনের নির্দিষ্ট অধ্যায়ভিত্তিক যেসব উদ্দেশ্য রয়েছে তাকে বিশেষ উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ খাস্‌সাহ বলা হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের মাকাসিদ নির্ণয় করা হবে সে বিষয়টি ইসলামী আইনের যে অধ্যায়ভুক্ত উক্ত অধ্যায় সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ। ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী অর্থনীতি শরী'আতের আর্থিক বিধি-বিধান বিষয়ক অধ্যায়ের অন্তর্গত। ইমামুল মাকাসিদ ইব্‌ন আশুর-এর মতে আর্থিক বিধিবিধানের পিছনে শরী'আহর উদ্দেশ্য পাঁচটি:[২৫]

[২৫]. ইবনু আশূর, *ট্রিটিজ অন মাকাসিদুশ শরী'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

ক. সম্পদের গতিশীলতা (Circulation)
খ. সম্পদের সুস্পষ্টতা (Transparency)
গ. সম্পদ সংরক্ষণ (Preservation)
ঘ. সম্পদের দৃঢ়তা (Durability)
ঙ. ন্যায়পরায়ণতা (Equity)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামী অর্থনীতি সেই উদ্দেশ্য পূরণ করবে। ইসলামী অর্থনীতির অংশরূপে ইসলামী ব্যাংক তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা ও আদর্শ ভিত্তিক সেই অর্থনীতির উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করবে। সেই নিরিখে ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকিং ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ দূর করা।

ইসলামী ব্যাংক তার কর্মকাণ্ডের সকল প্রক্রিয়ায় সুদসহ সব ধরনের নিষিদ্ধ উপাদান পরিহার করে ও শরী'আহ্সম্মত পন্থায় সম্পদের বৈধতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করবে এবং জনগণের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও সর্বজনীন বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করবে।

ড. এম উমর চাপড়া [জ. ১৯৩৩] আর্থিক ক্ষেত্রে শরী'আহ্র এই উদ্দেশ্যকে সংক্ষেপে ও সহজভাবে উপস্থাপন করে বলেছেন, ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা। সে সমাজে সকল প্রতিষ্ঠান ন্যায়, সমতা ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কাজের সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কল্যাণ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আর্থিক সুবিচার নিশ্চিত করবে।[২৬]

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মাকাসিদুশ শরী'আহ্র আলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. সাধারণ উদ্দেশ্য,
দুই. প্রায়োগিক উদ্দেশ্য।

১. সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে :

১.১ সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার, শোষণ, জুলম ও বৈষম্য দূর করা।

১.২ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সকল ব্যাংকিং কার্যক্রমে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

[২৬] এম উমর চাপড়া, *ইসলাম এন্ড দ্যা ইকোনোমিক চ্যালেঞ্জ*, লন্ডন : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৭

১.৩. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।

১.৪. মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সকলের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

১.৫. সুদের কুফল থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করে প্রকৃত পণ্যভিত্তিক লেনদেন নিশ্চিত করে একটি স্বভাবসম্মত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করা।

১.৬. সামষ্টিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

১.৭. জনগণের ছোট-বড় সব ধরনের পুঁজি সমাবেশ করে তা উৎপাদন ও অন্যবিধ আর্থিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা।

২. প্রায়োগিক উদ্দেশ্য :

মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের প্রধান দুটি দিক হলো ১. সঞ্চয় বা জমা সংগ্রহ এবং ২. সে সম্পদ শরী'আহর উদ্দেশ্যের আলোকে বিনিয়োগ।

২.১. সঞ্চয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ

২.১.১. ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব হলো মুদারাবাসহ সকল জমাগ্রাহকের অর্থ-সম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণ করা।

২.১.২. সঞ্চয়ে ধনী ও গরিব সকলকে সুযোগ প্রদান করা।

২.১.৩. জনগণের উদ্বৃত্ত ও অলস অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে তার দ্বারা মূলধন গঠন এবং তা শরী'আহ অনুমোদিত পন্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন।

২.১.৪. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে নিম্নআয়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আপৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করা।

২.২. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো :

২.২.১. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার : সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি ইয়াতিমের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

সম্পদশালী ইয়াতিমের অভিভাবক যেনো সেই সম্পদ ফেলে না রেখে তা ব্যবসায় নিয়োজিত করে; অন্যথায় যাকাত দিতে দিতে তার সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে।[২৭]

২.২.২. ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ বিবেচনা : সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখবে। ব্যক্তির জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক কিন্তু সমাজের জন্য তা ক্ষতিকর হলে সে ধরনের কোনো খাতে বিনিয়োগ করা মাকাসিদুশ শরী'আহর পরিপন্থী।

২.২.৩. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা : শুধু মুনাফা নয়, বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণের দিক থেকে অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করা শরী'আহ্‌র একটি উদ্দেশ্য।

২.২.৪. বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ : কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যসহ সর্বজনীন চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল খাতকে এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ও বঞ্চিত এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি উদ্দেশ্য।

২.২.৫. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন : অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মন্দা দূর করা ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি ও কর্ম কৌশলের সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের প্রকৃত সম্পদভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামের অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহ (অংশীদারি, ক্রয়বিক্রয় ও ভাড়া পদ্ধতি) প্রকৃত সম্পদভিত্তিক (Asset Backed) হওয়ার ফলে তা সুদভিত্তিক টাকা বেচাকেনার কুফল থেকে মুক্ত এবং এর ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিকতা বজায় থাকে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিবেচ্য। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দর্শন মানুষের অসীম অভাব ও সসীম সম্পদের কথা বলে। অসীম চাহিদার সাথে সসীম সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে ইসলামী দর্শনে সম্পদের মালিক আল্লাহ অভাবহীন ও অমুখাপেক্ষী। অভাবহীন ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহর খলিফা বা ট্রাস্টিরূপে মানুষ তার মালিক ও পালনকর্তার আদেশ ও নিষেধের অনুবর্তী হয়ে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারে 'আদল' বা ন্যায়বিচার এবং 'ইহসান' বা দয়ার নীতি অনুসরণ করবে। তারা কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা 'মা'রূফ' কায়েম করবে। মানুষের জীবনকে বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনা বা 'মুনকার' থেকে

[২৭] ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, অধ্যায় : আয-যাকাত আন রাসূলিল্লাহ্ স., অনুচ্ছেদ : মা জায়া ফি যাকাতি মালিল ইয়াতিম, ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ, খ. ১, পৃ. ১৩৯, হাদীস নং ৬৪১; হাদীসটির সনদ যঈফ।

মুক্ত করবে। দরদি মানুষরূপে তারা পৃথিবীর সম্পদে সকল মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর ফলে সম্পদের যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে।

মানুষের দায়িত্ব হলো কল্যাণ অর্জনের জন্য কাজ করা। সকল মানুষের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ সেই কল্যাণেরই অংশ। যে উপাদান মানুষের জন্য যত বেশি প্রয়োজন, পৃথিবীতে সেগুলি তত বেশি মওজুদ রয়েছে। অক্সিজেন, সূর্যের আলো কিংবা পানির মতো অপরিহার্য সম্পদের যোগান ও চাহিদার মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে। এ ধরনের সকল অপরিহার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

মানুষ তার উৎপাদন ও বণ্টনে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের এই নৈতিক শৃঙ্খলা অনুসরণ ও মান্য করলে জীবন সহজ ও সুন্দর হবে। লোভ বা GREED-এর পরিবর্তে প্রকৃত চাহিদা বা NEED-কে অগ্রাধিকার দিয়ে দরদ ও দায়িত্ববোধের সাথে সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহার করলে সম্পদ ও চাহিদার টানাপোড়েন কমে যাবে। একজন লোভী মানুষের লোভ পূরণ পৃথিবীর সব সম্পদ দিয়েও সম্ভব নয়। কিন্তু সকল মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণে পৃথিবীর সম্পদ পর্যাপ্ত।

ইসলামী ব্যাংক সম্পদের বৈধতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে। মানুষের আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্য নানা প্রকার কল্যাণকর সেবা ও পণ্য প্রচলন করবে। সেই সাথে আর্থিক কর্মকাণ্ডে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করবে।

১৯৭৮ সালে ওআইসি প্রণীত ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় মাকাসিদুশ শরী'আহর দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

"ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা মেনে চলবে এবং কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করবে।"[২৮] এই সংজ্ঞার দুটি দিক। এক. মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে কল্যাণ আহরণ। দুই. সুদসহ যাবতীয় অকল্যাণ দূরীকরণ।

মাকাসিদের আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল্যায়ন

এই দুটি উদ্দেশ্যের আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের কিছু দিক এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোর ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

[২৮] Definnition by the general secretariat of the Organization of Islmic Conference accepted in the Foreign Ministers conference held in Dakar in 1978.

ব্যাংকের মুখ্য দুটি কাজ হলো জনগণের কাছ থেকে জমা সংগ্রহ এবং তাদের সেই অর্থ বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সঙ্গত লাভ করা। এ কার্যক্রমে জমাকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহক এবং ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণ নানাভাবে সম্পৃক্ত হন। ব্যাংক এক্ষেত্রে আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।

মাকাসিদের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের জমা কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক সকল স্তরের জনগণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট-বড় সকল জমাকারীর সম্পদ জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করে। ইসলামী ব্যাংক তার জমানীতির আলোকে জনকল্যাণের জন্য নতুন নতুন সেবা তৈরির মাধ্যমে সমাজে ভালো কাজে বেশি মানুষের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে।

ইসলামী ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় শরী'আহসম্মত খাতে শরী'আহসম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে গ্রাহককে হালাল মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে। আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে অকল্যাণকর সুদ সম্পূর্ণ পরিহার করে কল্যাণকর বা হালাল পদ্ধতি অনুসরণের ফলে মাকাসিদের আলোকে ঈমান সংরক্ষণের (হিফযুদ দ্বীন) পাশাপাশি জীবন-জীবিকার বৈধ ও ন্যায়ানুগ পথ প্রসারিত হয়।

সঞ্চয়ী জমার ক্ষেত্রে ব্যাংক লাভ-লোকসান অংশীদারি বা শিরকাত-এর 'মুদারাবা' পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতির আওতায় ব্যাংক ও গ্রাহক ব্যবসায়ে অংশীদার হয়। গ্রাহক 'রব্বুল মাল' (সম্পদের মালিক) রূপে মূলধন যোগায়। ব্যাংক 'মুদারিব' (উদ্যোক্তা, শরিক ও ব্যবস্থাপক) হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনা করে। মূলধন সরবরাহকারীগণ ব্যাংকের ব্যবসায় ঝুঁকি নেন। লাভে অংশ পান। লোকসানের ভাগী হন।

ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী জমা গ্রহণের আরেকটি পদ্ধতি 'আল ওয়াদিয়া'। এই পদ্ধতির আমানত হিসাবে গ্রাহক তার অর্থ নিরাপদে হেফাযতের জন্য জমা রাখেন। লেনদেনের নির্দিষ্ট সময়ে তিনি অর্থ জমা করতে এবং তা ফেরত পেতে পারেন। এই পদ্ধতিতে অর্থ জমাকারী গ্রাহক 'মুয়াদ্দি' এবং ব্যাংক 'মুয়াদ্দা ইলাইহে'রূপে চুক্তিবদ্ধ হন। ব্যাংক মধ্যবর্তী সময়ে সেই অর্থ বৈধ ব্যবহারের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে অনুমতি নেয়। এটি সাবেকি চলতি হিসাবের ইসলামী বিকল্প।

সম্পদের নিরাপত্তা বিধান শরী'আহ্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। মাকাসিদুশ শরী'আহর দৃষ্টিতে এটি হিফযুল মাল। শরী'আহ্‌র নীতি ও পদ্ধতি মেনে কল্যাণকর পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের অর্থের ন্যায়ানুগ ও বৈধ নিরাপত্তা এবং মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ইসলামী ব্যাংক জনস্বার্থে বিভিন্ন হিসাব পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংক স্বল্প প্রাথমিক জমার ভিত্তিতে হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টি করে

সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষকে তাদের সেবার সাথে যুক্ত করে। বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি শুরু থেকেই মাত্র একশ টাকা প্রাথমিক জমায় হিসাব খোলার সুযোগ চালু করে। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে আইবিবিএল কৃষকদের জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে চালু করেছে দশ টাকা প্রাথমিক জমাভিত্তিক হিসাব। ন্যূনতম প্রাথমিক জমায় গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মজীবী শিশু ও পথশিশুদের হিসাব খোলার মাধ্যমেও ইসলামী ব্যাংকগুলি জনকল্যাণ তথা 'মাসালিহ মুরসালাহ' বাস্তবায়নে অংশ নিচ্ছে।

বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক হজ্জ আমানত, মোহর আমানত, ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত, বিবাহ আমানত প্রভৃতি বিশেষ কল্যাণকর হিসাব পরিচালনা করছে।

সম্পদের বণ্টন ও মানুষের পরকালীন কল্যাণে ওয়াক্‌ফ একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক শাসনের আগে মুসলিম শাসন আমলে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ সম্পদ ছিলো ওয়াক্‌ফকৃত ও লাখেরাজ। এই সম্পদের আয়ে শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হতো। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াফত আইনের মাধ্যমে এই কল্যাণের অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ করার ফলে জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। জনস্বার্থ ও জনকল্যাণ বিঘ্নিত হয়। এরপর থেকে ওয়াক্‌ফ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা পুনরুদ্ধার হয়নি।

দেশের কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক সেই কল্যাণধারা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে 'ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত' সেবার অধীনে বিত্তবানদের ওয়াক্‌ফকৃত অর্থের আয় ওয়াকিফের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন স্তরের অভাবী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে থাকে। এই কার্যক্রম মাকাসিদুশ শরী'আহর অবারিত জনকল্যাণ বা 'মাসালিহ মুরসালাহ' বাস্তবায়নের একটি উদ্যোগ।

বিশ্বের প্রায় পাঁচশো ইসলামী ব্যাংকে বর্তমানে মোট ৩৮ মিলিয়ন হিসাব গ্রাহক রয়েছেন। এসব হিসাবের মধ্যে ১১.৭০ মিলিয়ন বা ৩৫ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলির। তার মধ্যে দেশের একটি ইসলামী ব্যাংক এককভাবে বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ ইসলামী ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা করছে।[২৯] মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রমে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং খাত দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অগ্রগামী।

---

[২৯] বিস্তারিত জানার জন্য Islamic Financial Services Board (IFSB)-এর ওয়েব পেজ দ্রষ্টব্য: http://ifsb.org/psifi_01.php

মাকাসিদের আলোকে বিনিয়োগ কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মূল বিবেচ্য হলো কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং অকল্যাণ দূর করা। ইসলামী ব্যাংক সকল মানুষের জরুরিয়াত বা অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। ধন-সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে তা যেন সার্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হয় এদিকে খেয়াল রেখে জনগণের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ এবং তা সমাজের উৎপাদনক্ষম ব্যাপক উদ্যোগী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ইসলামী ব্যাংকের নীতি ও কৌশল।

জনকল্যাণধর্মী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মুষ্টিমেয় হাতে বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত করার পরিবর্তে আকৃতি, প্রকৃতি ও খাত এবং ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী সর্বত্র বিনিয়োগ ছড়িয়ে দিয়ে বণ্টনমূলক সুবিচার নিশ্চিত করা মাকাসিদুশ শরী'আহর হিফযুল মা'ল বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে উৎপাদন ও মুনাফা শেষ কথা নয়। ১. কার জন্য উৎপাদন, ২. কী উৎপাদন, ৩. কিভাবে উৎপাদন; এ তিনটি বিষয় সামনে রেখে সার্বজনীন কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং কারবারে সারা দেশের প্রায় ছয় কোটি গ্রাহকের জমা অর্থের প্রায় আশি ভাগই ঢাকা ও চট্টগ্রামের কতিপয় এলাকার বড় বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে পুঞ্জীভূত হয়েছে। দেশের মাত্র কয়েকশো বিনিয়োগ গ্রাহকের ভালো-মন্দের সাথে দেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভালো-মন্দের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। এ ধরনের কার্যক্রম মাকাসিদুশ শরী'আহর দৃষ্টিতে সঠিক নয়।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও বিনিয়োগের খাত শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে বৈধ হওয়া আবশ্যক। আর্থিক বিবেচনায় কোনো ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হলেও জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্যে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। লাভের লোভে সিগারেট বা মদের ফ্যাক্টরিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারবার, জুয়া, ফটকাবাজারি, অশ্লীলতা, ভেজাল ব্যবসায় ইসলামী ব্যাংক জড়িত হয় না। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। ইসলামী ব্যাংক আর্থিক কারবারে অকল্যাণ দূর করার জন্য কাজ করে।

জমা গ্রাহকদের মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে কল্যাণের লক্ষ্যে মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রযুক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতার সমন্বয়ে পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদা সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে উৎপাদনশীল ও শ্রমঘন খাতে বিনিয়োগ করা ইসলামী ব্যাংকের নীতি ও কর্মকৌশল। এ কারণে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো উৎপাদনমুখী শিল্প গড়ে তোলাকে গুরুত্ব দেয়। নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি উৎসাহিত করে। এর ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দুই ধারার মাঝে ভারসাম্য রেখে সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মাকাসিদুশ শরী'আহর জরুরিয়াতের পাঁচটি শর্ত পূরণে কাজ করা ইসলামী ব্যাংকের বুনিয়াদি লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকগুলি এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং সাধারণ মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের সকল এলাকায় সমবেত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকদের সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতা বা খাতক-মহাজনের নয়। এক. শিরকাত বা লাভ লোকসান অংশীদারি পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের। দুই. পণ্যের বেচাকেনার মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সৃষ্টি হয় ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক। তিন. ইজারা পদ্ধতিতে কারখানার মূলধনী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বাড়ি ইত্যাদির ভাড়াদাতা ও ভাড়া গ্রহীতারূপে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই তিনটি পদ্ধতি মানুষের দীর্ঘ প্রচলিত স্বাভাবিক লেনদেন কার্যক্রমেরই প্রতিচ্ছবি।

শিরকাতের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ মুদারাবা বা মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের অংশীদার হন। 'বাই' বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে প্রকৃত পণ্যের ক্রেতা–বিক্রেতারূপে বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম প্রভৃতি পদ্ধতিতে গ্রাহক ও ব্যাংক চুক্তি করেন। ইজারা পদ্ধতিতে ভাড়াটিয়া ও ভাড়া প্রদানকারীরূপে দুই পক্ষ কারবারে শরিক হন।

ইসলামী ব্যাংক তার বেচাকেনা পদ্ধতিতে প্রকৃত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে যুক্ত হয়। এই লেনদেন সুদভিত্তিক টাকা বেচাকেনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর ফলাফলও সুদভিত্তিক লেনদেন থেকে ভিন্ন। টাকা নিজে কোনো পণ্য নয়। এর নিজস্ব কোনো উৎপাদন ক্ষমতা নাই। ধাতু কিংবা কাগজ বা প্লাস্টিকের তৈরি মুদ্রা হলো প্রকৃত পণ্য বেচাকেনার মাধ্যম, পরিমাপ, মানদণ্ড বা ভাণ্ডার মাত্র। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে সেই মাধ্যমকে পণ্যের মতো বেচাকেনার ফলে আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যেটিকে এ্যারিস্টোটল 'কৃত্রিম জালিয়াতি কারবার' হিসেবে দেখেছেন। এই অকল্যাণ দূর করা ইসলামী ব্যাংকের একটি মাকসাদ বা উদ্দেশ্য।

অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের শিরকাত বা মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতি এবং পণ্যের বেচা-কেনা ভিত্তিক মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল প্রভৃতি পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। পুঁজিবাদের সুদ ও ঋণভিত্তিক লেনদেন আর ইসলামের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির লেনদেন মৌলিকভাবে দুটি আলাদা বিষয়। এ দু'য়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল ইত্যাদি বেচাকেনা পদ্ধতি এবং সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতি এক নয়। উভয়ের অর্থনৈতিক প্রভাবও ভিন্ন। প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ কোথায় ব্যবহার করবেন তা জানা সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্য জরুরি নয়। ইসলামী ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে যথার্থভাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় বলে এটা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বাজার থেকে প্রকৃত পণ্য সংগ্রহ করে। ফলে বাজারে ব্যাংকের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতিতে পণ্যের সাথে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফলে এ ক্ষেত্রে বাজারের ওপর ব্যাংকের কোনো প্রভাব নেই।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে গ্রাহকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাংক প্রকৃত সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে পণ্যের ওপর মালিকানা ও দখল লাভের পর তা উক্ত গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। সুদভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে পণ্যের কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং ঋণের কোনো পর্যায়েই ব্যাংকের ওপর কোনো প্রকার ঝুঁকি বর্তায় না।

সুদভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতা সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সময় বাড়ার সাথে সাথে সুদ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে পণ্যের দাম একবারই সাব্যস্ত হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক সে দাম পরিশোধ করার অঙ্গীকার করেন। এ চুক্তির অধীনে কোনো গ্রাহক যৌক্তিক অসুবিধার কারণে সময়মতো বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে অতিরিক্ত কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। তবে যথার্থ কারণ ছাড়া বিনিয়োগ গ্রাহক সময়মতো বিনিয়োগ পরিশোধ না করলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক বিলম্বজনিত 'ক্ষতিপূরণ' আদায় করতে পারে। ক্ষতিপূরণের এই অর্থ ব্যাংকের আয় রূপে বিবেচিত হয় না। অর্থাৎ এই অর্থ ব্যাংকের গ্রাহক, কর্মচারী বা শেয়ার হোল্ডারগণ পান না। জরিমানার অর্থ শরী'আহ অনুমোদিত দাতব্য কাজে ব্যয় করার ফলে এর সুবিধা যায় সমাজের বঞ্চিত ও হত দরিদ্র মানুষের কাছে। এতেও সমাজকল্যাণ বাড়ে।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক পরিপূরক। ব্যাংক ও গ্রাহক সহমর্মী হয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা চালাবে। গ্রাহকের ব্যর্থতার কারণে যাতে ব্যাংকের মুনাফা কমে না যায় এবং অন্য দিকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে গ্রাহক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেজন্য গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় ও সহমর্মিতা ইসলামী ব্যাংকিং কারবারের বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে শরী'আহর উদ্দেশ্য পূরণে বিস্তৃত ক্ষেত্রে কাজ করছে। যার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিম্নে আলোচিত হলো:[৩০]

১) **শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ :** বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি দেশের শিল্পায়নে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। গত তিন দশকে ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে দেশে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে। তৈরী পোশাক শিল্পের উন্নয়নে পথিকৃতের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি শিল্প ভিত্তি

৩০. বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত।

তৈরি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এই উদ্যোগের ফলে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও ফরোয়ার্ড লিংকেজধর্মী নানামুখী শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। সেই শিল্পভিত্তি ও উদ্যোক্তা ভিত্তির ওপর দেশে ইস্পাত, ঔষধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রসায়ন ইত্যাদি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। (এককভাবে আইবিবিএল-এর অর্থায়নে দেশে বর্তমানে চার হাজারের বেশি শিল্প কারখানা পরিচালিত হচ্ছে।) বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করছে। দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি এসএমই খাতে দেশের মোট বিনিয়োগের প্রায় সতেরো ভাগ এককভাবে পরিচালনা করছে।

২) **দারিদ্র্য বিমোচন :** মাকাসিদুশ শরী'আহর জরুরিয়াত বাস্তবায়নে দারিদ্র্য বড় বাধা। সামাজিক ও মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দারিদ্র্য মানুষকে কুফুরির দিকে ঠেলে দেয়। দারিদ্র্য দূর করতে আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা মাকাসিদুশ শরী'আহর জরুরিয়াতের পর্যায়ভুক্ত। দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি ১৯৯৫ সাল থেকে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' (আরডিএস) চালু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে সাড়ে আঠারো হাজার গ্রামে নয় লাখ পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে কাজ করছে। এ যাবৎ ব্যাংকটি এই প্রকল্পে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করেছে। শহরের ভাসমান দারিদ্র্য দূরীকরণে ২০১২ সালে Urban Poor Development Scheme বা 'শহর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করা হয়েছে। বিশ্বের মোট ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পঞ্চাশ ভাগই এককভাবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকের এই প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ পর্যায়ক্রমিকভাবে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের সুযোগ পান। এ পর্যন্ত সোয়া লাখের বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পরিবার নিজেদেরকে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ও এসএমইতে উত্তরণ (Graduation) করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অবদান রাখছে।

৩) **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** কর্মসংস্থান সৃষ্টি মাকাসিদুশ শরী'আহর হিফযুন নফ্স, হিফযুন-নসল ও হিফযুল আকল বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত। বাংলাদেশের সকল ইসলামী ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, শিক্ষার্থীদের ইনটার্নশিপ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই ব্যাংকগুলি কাজ করছে। (নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে আইবিবিএল সম্প্রতি তাদের বিভিন্ন শাখায় আট শতাধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সাতাশ হাজারের বেশি নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।) ইসলামী ব্যাংকগুলির অর্থায়নে শিল্প কারখানা,

এসএমই ও গ্রামীণ প্রকল্পসমূহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ত্রিশ লাখের বেশি লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বিনিয়োগ কার্যক্রম ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকগুলিতে বর্তমানে সাতাশ হাজারের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছেন। দ্রুত প্রসারমাণ ইসলামী ব্যাংকগুলি জনশক্তি নিয়োগের মাধ্যমেও কর্মসংস্থানে ভূমিকা পালন করছে।

৪) **আবাসনে বিনিয়োগ :** সীমিত আয়ের মানুষের গৃহায়ণে ইসলামী ব্যাংকের আবাসন প্রকল্প মাকাসিদুশ শরী'আহর অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের সব ক'টি দিক সংরক্ষণের সাথে যুক্ত। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যার সমাধানে ইসলামী ব্যাংকগুলি গৃহায়ণে অর্থায়ন করছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক চালুর সূচনা থেকেই এ বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে। বর্তমানে আইবিবিএল এই খাতে এককভাবে দেশের সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

৫) **নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন :** সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বেগবান করতে নারীকে শিক্ষিত, কর্মক্ষম, স্বাবলম্বী ও যোগ্য করে তোলা মাকাসিদুশ শরী'আহর জরুরিয়াতের সব ক'টি স্তর ও ভাগকে শামিল করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ 'পুরুষ যা অর্জন করে তা তার অংশ, আর নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ।'[৩১] সেবা, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক নারীদের জন্য বিভিন্ন খাতে বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে। নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামানতবিহীন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় নয় লাখ গ্রাহকের আশি শতাংশই নারী উদ্যোক্তা। ইসলামী ব্যাংকসমূহের এসএমই এবং অন্যান্য বিনিয়োগেও নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে।

৬) **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, আবাসন বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প, গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী গৃহনির্মাণ বিনিয়োগ প্রকল্প, বিবাহ বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের জীবন মানের উন্নয়নে শরিক হচ্ছে। এ কার্যক্রম শরী'আহ্‌র হাজিয়াত ও তাহসিনিয়াতের পর্যায়ভুক্ত।

৭) **স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ :** স্বাস্থ্য সুরক্ষা 'হিফযুন নফ্‌স' বা জীবনের সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। হিফযুদ-দ্বীন বা দ্বীনের সুরক্ষার সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলি স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে কাজ করছে। বিভিন্ন ইসলামী

৩১. আল কুরআন, ৪ : ৩২

ব্যাংকের এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী রয়েছে। (আইবিবিএল এ যাবত ৪২টি ঔষধ শিল্প, ৬২টি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং বহু প্যাথলজিক্যাল সেন্টার ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে বিনিয়োগ করেছে। ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে দেশের নবীন ডাক্তারদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।)

৮) **মানবসম্পদ উন্নয়ন :** পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সততা সৃষ্টি করে মানুষকে কল্যাণকারিতার সামর্থ্য সম্পন্ন দক্ষ ও যোগ্য করা শরী'আহ্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ইসলামে ব্যক্তির সকল বৈধ কাজই কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করার সাথে যুক্ত এবং তা ইবাদাত হিসাবে গণ্য। আর সেইসব কাজ ভালোভাবে করার যোগ্যতা অর্জন সংশ্লিষ্টদের জন্য ফরয। ড. উমর চাপড়ার মতে মানব উন্নয়ন মাকাসিদুশ শরী'আহর মৌলিক বিষয় যা জরুরিয়াতের পাঁচটি বিষয়ের সাথেই যুক্ত। ইসলামী ব্যাংকগুলি তাদের বিনিয়োগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক সকল কাজের দ্বারা মানব সম্পদ ও মানব উন্নয়নে অবদান রাখছে। দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োজন মেটাতে জনকল্যাণ ব্রতী দক্ষ ইসলামী ব্যাংকার তৈরি করতে ইসলামী ব্যাংকগুলি নিজস্ব ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কাজ উৎকর্ষমণ্ডিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী দেশের ব্যাংকারদের জন্য 'ইসলামী ব্যাংকিং ডিপ্লোমা' (DIB) চালু করেছে।

৯) **পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজ ব্যাংকিং :** পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়ন শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ মাকাসিদ। সবুজায়নের এই নীতি ও দর্শন মেনে সকল বিনিয়োগ কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষা ইসলামী ব্যাংকগুলির নৈতিক বাধ্যবাধকতা। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় জ্বালানী সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সোলার প্যানেল ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ অন-লাইনভিত্তিক যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে। কাগজবিহীন ব্যাংকিং চালুর দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে।

১০) **সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) :** মাকাসিদুশ শরী'আহর নীতি অনুযায়ী মানুষকে দরদি ও পরস্পর কল্যাণকামী হতে হবে। দরদি মানুষ গঠন এবং দরদি মানুষদের সমন্বয়ে দরদি প্রতিষ্ঠান ও দরদি সমাজ প্রতিষ্ঠা শরী'আহ্‌র লক্ষ্য। পারস্পরিক দায়বোধ ও দরদি মনোভাব বিকশিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলি সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে। সেই বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকের সকল কার্যক্রমই সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতাভুক্ত। ইসলামী ব্যাংকের জমা ও বিনিয়োগের সকল সেবা সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের সাথে যুক্ত।

তদুপরি স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রমের বাইরে থেকে যাওয়া বিপুল অভাবী ও বঞ্চিত মানুষের জীবন মানের উন্নয়নে কাজ করা ইসলামী ব্যাংকের নৈতিক বাধ্যবাধকতা। মাকাসিদুশ শরী'আহর পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণে বঞ্চিত ও অভাবী এবং কষ্টে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামী ব্যাংকসমূহের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।

এই লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলি স্বাভাবিক লেনদেনের বাইরে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সৌন্দর্যবৃদ্ধি, আর্সেনিক মুক্ত পানি প্রকল্প, ফর্মালিনমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণ সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। বন্যা দুর্গত, সিডর আক্রান্ত, মঙ্গা পীড়িত, শীতার্ত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলি সব সময় ত্রাণ সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে জনকল্যাণের ধারণা সৃষ্টি ও বেগবান করতে ইসলামী ব্যাংকগুলি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

শিক্ষার অধিকার সংরক্ষণ বা হিফযুল আক্‌ল নিশ্চিত করতে নারী-পুরুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং এক্ষেত্রে আর্থিক বাধা দূর করতে ইসলামী ব্যাংকগুলি কাজ করছে। মেধাবী অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক প্রি স্কুল, মক্তব, মাদ্‌রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট, টেকনিক্যাল ইনিস্টিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, পাঠাগার ইত্যাদি পরিচালনা করছে।

স্বাস্থ্য সেবা খাতে বিপুল বিনিয়োগ করা ছাড়াও আইবিবিএল ১০২১ শয্যাবিশিষ্ট ৬টি নিজস্ব হাসপাতাল ও ৭টি কমিউনিটি হাসপাতাল এবং ৫টি হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের অধীনে প্রতি বছর প্রায় দশ লাখ রোগী সাশ্রয়ী মূল্যে সরাসরি চিকিৎসা সেবা পান। এছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ চক্ষু শিবির, সুন্নতে খাতনা প্রভৃতি কর্মসূচী রয়েছে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের।

মাকাসিদ অর্জনে কিছু করণীয়

ইসলামী ব্যাংকিং এ দেশের আর্থিক খাতে যে কল্যাণমুখী ধারা সৃষ্টি করেছে মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে সে ধারা বেগবান করার জন্য প্রয়োজন আইনি সুবিধা, কাঠামোগত সংস্কার, সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক, পরিচালক ও পেশাদার ব্যাংকারদের জ্ঞানগত সামর্থ্য এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি। এজন্য নীতি নির্ধারণী উদ্যোগ এবং নানাবিধ প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, মানবিক ব্যাংকিং, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, পল্লী অঞ্চলে অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেগুলিও ইসলামী ব্যাংকিং-এর উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কল্যাণধর্মী ও অকল্যাণরোধী নৈতিক মূল্যবোধ সমন্বিত, সঙ্কুলানমূলক ও স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই ব্যবস্থার ব্যাপক অবদানের সুযোগ ও সম্ভাবনার উল্লেখ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন :

> …With its ethical, inclusivity promoting and stability enhancing attributes, Islamic finance undoubtedly bears promise of playing major beneficial role in our socio-economic development.

দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কল্যাণব্রতী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বতন্ত্র কর্মধারার বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন, ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরে আগ্রহী সাবেকি ধারার ব্যাংকগুলিকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোধারী ব্যাংকগুলিকে আরো নতুন শাখা বা উইন্ডো খোলার সুযোগ দিলে তা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের উপযোগী জনশক্তি তৈরির জন্য শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ, ইসলামী ব্যাংকারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইন নিয়মিত আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকিং পরিপালন, নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে স্বতন্ত্র ব্যাংকিং বিভাগ স্থাপন করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের ব্যাংকিং-এর যথাযথ ব্র্যান্ডিং-এর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহল উদ্যোগী ও সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা ও ক্ষতি অপসারণ ইসলামী শরী'আহ্‌র উদ্দেশ্য। শরী'আহ্‌র প্রতিটি বিধানের রয়েছে বিশেষ ও আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্থিক ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহর বাস্তবায়নের জন্য। তিন দশকের পথ পরিক্রমায় ইসলামী ব্যাংকিং সে লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।